সারাংশ

খাদ্য সুরক্ষা ও দারিদ্র দূরীকরণের প্রেক্ষিতে সুস্থায়ী ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের সুরক্ষায় স্বেচ্ছামূলক নীতি-নির্দেশিকা

প্রকাশক –

মৎস্যকর্মীদের সমর্থনে আন্তর্জাতিক সমষ্টি (ICSF)
২৭ কলেজ রোড, চেন্নাই ৬০০ ০০৬, ভারতবর্ষ
ফোনঃ (৯১) ৪৪-২৮২৭ ৫৩০৩
ফ্যাক্সঃ (৯১) ৪৪-২৮২৫-৪৪৫৭
ই-মেলঃ icsf@icsf.net
ওয়েবসাইটঃ www.icsf.net

Published by

International Collective in Support of Fishworkers (ICSF)
27 College Road Chennai 600 006, India
Phone: (91) 44–2827 5303
Fax: (91) 44–2825 4457
Email: icsf@icsf.net
Website: www.icsf.net

'মৎস্যকর্মীদের সমর্থনে আন্তর্জাতিক সমষ্টি' (ICSF) হচ্ছে সারা পৃথিবীর মৎস্যকর্মীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে কর্মরত একটি আন্তর্জাতিক অ-সরকারী সংস্থা। এটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের আর্থিক ও সামাজিক পরিষদের সাথে যুক্ত এবং আন্তর্জাতিক অ-সরকারী সংস্থা হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের (ILO) বিশেষ তালিকাভুক্ত। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সাথে এর রয়েছে যোগাযোগরক্ষাকারির মর্যাদা। জনগোষ্ঠী সংগঠক, শিক্ষক, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও বিজ্ঞানীদের বিশ্ব সংযোগরক্ষাকারী হিসেবে ICSF-এর কাজ নজরদারি ও গবেষণা, আদান-প্রদান ও প্রশিক্ষণ, প্রচার অভিযান ও সক্রিয় আন্দোলন এবং জনগোষ্ঠীগুলিকে নিয়ে সঞ্চালিত হয়।

সহযোগিতায় –
বঙ্গোপসাগর বৃহৎ সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র প্রকল্প (BOBLME)
ফুকেত, থাইল্যান্ড

বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মায়নামার, শ্রীলঙ্কা এবং থাইল্যান্ড বঙ্গোপসাগর বৃহৎ সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র প্রকল্পের (BOBLME) মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের পরিবেশ ও মৎস্যক্ষেত্রের উন্নতি ঘটিয়ে তাদের উপকূলীয় মানুষদের উন্নয়নের জন্য যৌথভাবে কাজ করছে।

২০১৫

মুদ্রণ
এল এস গ্রাফিক প্রিন্টস
১৩, স্বামী নাইকেন স্ট্রীট, চিন্তাদ্রিপেট, চেন্নাই ৬০০ ০০২
চিত্রকলা ও পরিকল্পনাঃ অর্জুন শঙ্কর

ISBN 978 93 80802 46 6

সারাংশ

খাদ্য সুরক্ষা ও দারিদ্র দূরীকরণের প্রেক্ষিতে সুস্থায়ী ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের সুরক্ষায় স্বেচ্ছামূলক নীতি-নির্দেশিকা

খাদ্য সুরক্ষা ও দারিদ্র দূরীকরণের প্রেক্ষিতে সুস্থায়ী ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের সুরক্ষায় স্বেচ্ছামূলক নীতি-নির্দেশিকা (ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের নীতি-নির্দেশিকা) ২০১৪ সালের জুন মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংগঠনের (FAO) সদস্য দেশগুলির দ্বারা একটি আন্তর্জাতিক দলিল হিসেবে গৃহীত ও আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়।

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের এই নীতি-নির্দেশিকার অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল যে এটি তৈরী হয়েছে সারা দুনিয়া জুড়ে বিভিন্ন দেশের মৎস্যক্ষেত্রে অধিকতর স্বীকৃতির দাবিতে চলা আন্দোলনগুলির ফলশ্রুতিতে।

যদিও সারা পৃথিবীতে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা মৎস্যক্ষেত্রের অর্থনীতির শিরদাঁড়া হিসেবে কাজ করে, তথাপি মৎস্যক্ষেত্রের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় তারা অবহেলা এবং বহুক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়। এই অবহেলা সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রটি টিঁকে আছে এবং অধিকাংশ দেশেই বেশ তরতাজা অবস্থায় রয়েছে।

কয়েক দশক ধরে চলে আসা এই 'সরকারি অবহেলার' কারণে অনেক দেশের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা মোট আহরিত মাছের বেশিরভাগটা আহরণ করা সত্ত্বেও দরিদ্র ও প্রান্তিক থেকে গেছে এবং আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে।

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের নীতি-নির্দেশিকাগুলি খাদ্য ও কৃষি সংগঠনের সদস্য দেশগুলির দ্বারা এই বাস্তবতার একটি স্বীকৃতি এবং একই সাথে তা ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রকে মৎস্যক্ষেত্রের বিকাশ ও ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দুতে পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি প্রয়াস।

এই নীতি-নির্দেশিকাগুলির প্রস্তুতিপর্বটিকে অত্যন্ত অংশগ্রহণমূলক করে তুলতে ICSF এক নেতৃত্বকারী নাগরিক সংগঠনের ভূমিকা পালন করেছে। বাস্তবিকপক্ষে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংগঠন আনুষ্ঠানিকভাবে এই নীতি-নির্দেশিকাগুলি উৎসর্গ করেছে চন্দ্রিকা শর্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যে, যিনি ছিলেন ICSF-এর কার্যকরী সচিব এবং সারা পৃথিবীর ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রবক্তা।

২০১৪ সালের মার্চে মালয়েশীয় বিমান সংস্থার MH-৩১০ উড়ানটি হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায় চন্দ্রিকা শর্মা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। তিনি এই এই নীতি-নির্দেশিকাগুলির স্বপক্ষে সমর্থন জোগাড় করার জন্য মঙ্গোলিয়ায় FAO-এর সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন।

এই নীতি-নির্দেশিকাগুলিতে রয়েছে ১৩টি অংশে বিভক্ত ১০০টি অনুচ্ছেদ। বর্তমান লেখাটি হচ্ছে ঐ নীতি-নির্দেশিকাগুলির বিষয়বস্তুর একটি সারাংশ মাত্র। এটিকে ICSF-এর জন্য প্রস্তুত করেছেন ICSF-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জন কুরিয়েন, যিনি বিগত চার দশক ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের কেরালায়, ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে কাজ করেছেন।

মুখবন্ধ

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের নীতি-নির্দেশিকাগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত FAO-এর দায়িত্বশীল মৎস্যক্ষেত্রের আচরণবিধির পরিপূরক হিসেবে। এগুলি তৈরী হয়েছে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের জন্য এবং এগুলি পুরো মূল্য-শৃঙ্খল বরাবর মহিলা এবং পুরুষ মৎস্যকর্মীদের সমস্ত কাজগুলিকে বিধৃত করে। সারা দুনিয়ার মোট আহরিত মাছের অর্ধেক আসে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র থেকে এবং পৃথিবীর মোট মৎস্য আহরণকারী ও মৎস্যকর্মীদের শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের অধীন। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র ও মৎস্যজীবীরা স্থানিক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত এক বিভিন্নধর্মী ও গতিশীল উপক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রায়শঃই তারা স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দৃঢ় ভিত্তি সম্পন্ন পারিবারিক উদ্যোগের অংশীদার হয়। তারা প্রান্তিকই থেকে গেছে। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী গোষ্ঠীগুলির দারিদ্রের নানাদিক রয়েছে। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের পরিধি রক্ষা বা সম্প্রসারণ বহু প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বাধার সম্মুখীন হয়। এই নীতি-নির্দেশিকাগুলি প্রস্তুত হয়েছে অংশগ্রহণধর্মী আলোচনাভিত্তিক এক অদ্বিতীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এগুলি মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং তা প্রতিষ্ঠার সহায়ক।

১। উদ্দেশ্য

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের নীতি-নির্দেশিকার উদ্দেশ্যগুলি হ'ল যে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র

- আন্তর্জাতিক খাদ্য সুরক্ষা বৃদ্ধি করবে;
- পৃথিবীর আর্থিক ও সামাজিক ভবিষ্যত গড়তে নিজের অবদান বৃদ্ধি করবে;
- মৎস্যকর্মীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে অবদান রাখবে; এবং
- মৎস্য সম্পদের সুস্থায়ী ব্যবহার কায়েম করবে।

এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নীতি-নির্দেশিকাগুলি ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের ভূমিকা, অবদান এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করবে।

এই উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করতে হবে মানবাধিকারভিত্তিক পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং মৎস্য সম্পদের সুস্থায়ী ব্যবহারের দায়িত্বগ্রহণের জন্য ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এই নীতি-নির্দেশিকাগুলিতে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রয়োজনের উপরে এবং ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের দুর্বল ও প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির সমস্যা ও সংস্থানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

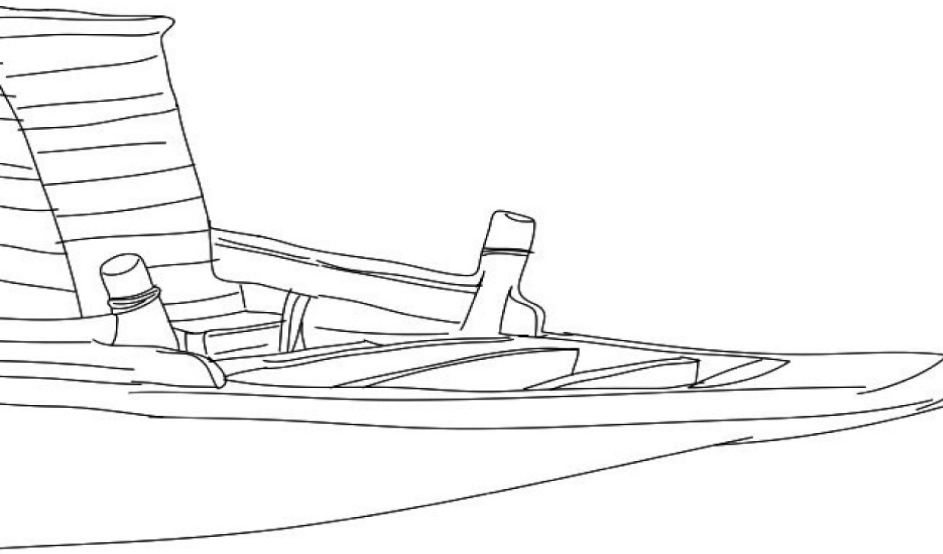

২। চরিত্র ও পরিধি

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের নীতি-নির্দেশিকাগুলি চরিত্র ও পরিধির দিক থেকে স্বেচ্ছামূলক এবং আন্তর্জাতিক, যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলির উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। এই নীতি-নির্দেশিকাগুলি তৈরী করা হয়েছে সামুদ্রিক এবং আভ্যন্তরীণ জলক্ষেত্রের মৎস্য সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়গুলিকে তাদের আওতায় আনার জন্য। এগুলি রচিত হয়েছে মৎস্যক্ষেত্রের প্রতিটি দায়ভাগী – রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, নাগরিক সমাজ সংগঠন, অসরকারি সংগঠন, বিদ্যায়তন সংস্থা ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে। এগুলি ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের বিভিন্নতাকে মান্যতা দেয় এবং স্বীকার করে যে এই ক্ষেত্রের কোন আদর্শ সংজ্ঞা হতে পারে না। রাষ্ট্রগুলির উচিত অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি নির্ধারণ করা যে কোন মৎস্যক্ষেত্রগুলি ক্ষুদ্রায়তন – যা এই নীতি-নির্দেশিকার আওতায় আসে এবং সেই সঙ্গেই তাদের মধ্যেকার সবথেকে দুর্বল মানুষদের চিহ্নিত করা, যেহেতু এই নীতি-নির্দেশিকা তাদের জন্যই সবথেকে বেশি প্রাসঙ্গিক। এই নীতি-নির্দেশিকাগুলিকে জাতীয় আইন ব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা অনুসারে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করা উচিত।

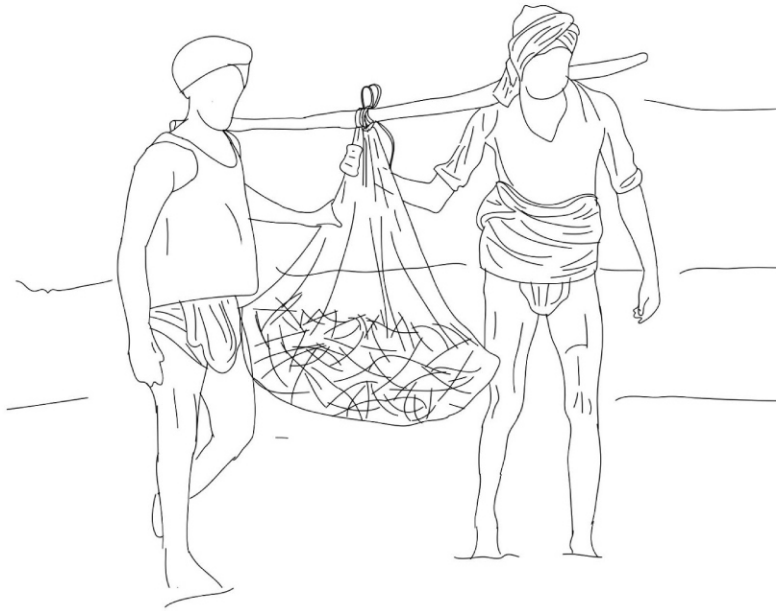

৩। নির্দেশক নীতিমালা

এই নীতি-নির্দেশিকাগুলি ১৩টি নির্দেশক নীতির ভিত্তিতে তৈরী হয়েছে। যেগুলির ভিত্তি রয়েছে মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, দায়িত্বশীল মৎস্যক্ষেত্রের মানদণ্ড এবং সুস্থায়ী বিকাশের অনুশীলনের উপর, যা দুর্বল ও প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির প্রতি এবং ক্রমশঃ পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার অর্জনের উপর জোর দেয়।

এই নীতিগুলির মধ্যে আছে –

১। মানবাধিকার ও মর্যাদা;
২। বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা;
৩। অ-বৈষম্য;
৪। লিঙ্গ সাম্য ও সমানাধিকার;
৫। সমানাধিকার ও সাম্য;
৬। আলোচনা ও অংশগ্রহণ;
৭। আইনের শাসন;
৮। স্বচ্ছতা;
৯। দায়বদ্ধতা;
১০। আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সুস্থায়ীত্ব;
১১। সামূহিক ও সংযোগশীল প্রয়াস;
১২। সামাজিক দায়িত্বশীলতা; ও
১৩। সম্ভাব্যতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা।

৪। অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলের সাথে সম্পর্ক

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে বিদ্যমান অধিকার ও দায়সমূহের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে এবং প্রয়োগযোগ্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিধিগুলির প্রতি স্বেচ্ছামূলক দায়বদ্ধতাকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের নীতি-নির্দেশিকাগুলির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করা উচিত।

বিভিন্ন সংশোধনীর নির্দেশক হিসেবে এবং নতুন বা পরিপূরক আইনি বা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থান প্রস্তুত করায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই নির্দেশিকাগুলিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। যদিও এই নীতি-নির্দেশিকাগুলির অন্তর্গত কোন কিছুকে আন্তর্জাতিক আইনে প্রাপ্ত কোন রাষ্ট্রের অধিকার বা দায়কে সীমিত বা নস্যাৎ করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

৫। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রে ভোগদখল স্বত্বের ও মৎস্যসম্পদের ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ

ক। ভোগদখলের দায়িত্বশীল নিয়ন্ত্রণ

যথোপযুক্ত সম্পদের ভোগদখল স্বত্বের দায়িত্বশীল নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী গোষ্ঠীগুলির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ অর্জনের এবং মানবাধিকার বাস্তবায়নের কেন্দ্রীয় বিষয়। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের মৎস্যসম্পদ, মৎস্য আহরণক্ষেত্র এবং সংলগ্ন জমি ও জঙ্গলের উপর সুরক্ষিত, সমতাভিত্তিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে যথাযথ স্বত্ব থাকা উচিত। মহিলাদের ভোগদখল স্বত্বের উপর বিশেষ জোর দেওয়া উচিত। সমস্ত ধরণের আইনসঙ্গত ভোগদখল স্বত্বকে চিহ্নিত, নথিভুক্ত ও মান্য করা উচিত। বিশেষতঃ জলসম্পদ ও জমির উপর আদিবাসী ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রথাগত অধিকার বা অগ্রাধিকারের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করে প্রয়োজন হলে আইন প্রণয়ন করে এই কাজটি করা উচিত। যেসব ক্ষেত্রে আইনি সংস্কার মহিলাদের অধিকার প্রদান করেছে সেসব ক্ষেত্রে সেগুলিকে যথাযথভাবে প্রথাগত ভোগদখল ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। স্থানীয় জলজ ও উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার, সংস্কার, সুরক্ষা এবং যৌথ ব্যবস্থাপনায় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী ও আদিবাসী মানুষদের ভূমিকা স্বীকার করা উচিত। যেসব ক্ষেত্রে জমি ও জলসম্পদের উপর রাষ্ট্রের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত লক্ষ্য মাথায় রেখে তাদের ভোগদখল স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা উচিত বিশেষ করে যখন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা সমষ্টিগতভাবে সেগুলির ব্যবহার বা ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

জাতীয় জলক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়াটা দায়িত্বশীল মৎস্যক্ষেত্রের আচরণবিধিতে (অনুচ্ছেদ ৬.১৮) বিধৃত আছে। রাষ্ট্রগুলির উচিত এর উপর দাঁড়িয়ে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের জন্য স্বতন্ত্র অঞ্চল চিহ্নিত করার মতো ব্যবস্থাগুলি বাস্তবায়িত করা। তৃতীয় পক্ষের সাথে মৎস্যসম্পদ ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়ার জন্য কোন চুক্তি করার আগে ঐ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের দাবিগুলিকে যথাযথভাবে বিবেচনা করা উচিত।

অন্যান্য ব্যবহারকারিরা ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের এলাকাগুলিতে প্রতিযোগিতার ক্রমবর্দ্ধমান চাপ সৃষ্টি করছে যা সংঘর্ষ নিয়ে আসছে। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা যাতে বিশেষ সমর্থন পায় এবং যাতে তাদেরকে একতরফাভাবে উৎখাত করে না দেওয়া হয় বা তাদের ভোগদখলের স্বত্ব খর্ব বা নষ্ট করে দেওয়া না হয় সেটা রাষ্ট্রগুলিকে সুনিশ্চিত করতে হবে। বৃহদায়তন উন্নয়ন প্রকল্পগুলির

ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও অন্যান্য পক্ষগুলিকে অর্থবহ আলোচনা করতে হবে এবং ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী গোষ্ঠীগুলির উপর এদের প্রভাব যাচাই করতে প্রাসঙ্গিক ফলাফল বিচার করতে হবে।

ভোগদখলের স্বত্ব সংক্রান্ত বিবাদগুলিকে রাষ্ট্রের পুনরুদ্ধার, নিরাপত্তা, ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ এবং মেরামতির মতো প্রতিকারসহ সময়োচিত, প্রদানযোগ্য ও কার্যকরীভাবে সমাধান করতে হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং/অথবা সশস্ত্র সংঘর্ষের দ্বারা স্থানান্তরিত হওয়া ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী গোষ্ঠীগুলিকে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে আঘাত করছে। রাষ্ট্রগুলির উচিত মৎস্যসম্পদের সুস্থায়ীত্বকে মাথায় রেখে চিরাচরিত মৎস্যক্ষেত্র ও উপকূলের জমিতে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অধিকার পুনরুদ্ধারে সবরকম প্রচেষ্টা নেওয়া। এই অবস্থায় গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীগোষ্ঠীগুলিকে তাদের জীবন পুনর্গঠনে সাহায্য করতে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া প্রস্তুত করতে হবে এবং ভোগদখল স্বত্বের ক্ষেত্রে মহিলাদের উপর থেকে সব বৈষম্য দূর করতে হবে।

খ। সম্পদের সুস্থায়ী ব্যবস্থাপনা

মৎস্য সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ এবং সুস্থায়ী ব্যবহারের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে এবং ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের প্রয়োজন ও সুযোগগুলিকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে হবে। অধিকারের সাথে দায়িত্বও বর্তায়। ভোগদখল স্বত্বের ভারসাম্য ঠিক হয় সংরক্ষণ ও সুস্থায়ী ব্যবহারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের দ্বারা।

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রে মাছধরার এমন প্রথা-প্রকরণ ব্যবহার করা উচিত যা পরিবেশের এবং সংশ্লিষ্ট প্রজাতিগুলির সবথেকে কম ক্ষতি করে। রাষ্ট্রের উচিত সম্পদের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সাহায্য করা। মহিলা এবং অন্যান্য দুর্বল গোষ্ঠীগুলির সম অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে রাষ্ট্রের উচিত মৎস্যজীবী গোষ্ঠীগুলিকে ব্যবস্থাপনার কাঠামো, পরিকল্পনা ও প্রয়োগে সংযুক্ত করা। জাতীয় আইনের আওতার মধ্যে থেকেই রাষ্ট্রগুলির উচিত অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নেওয়া।

রাষ্ট্রগুলির উচিত ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের পক্ষে উপযুক্ত ও প্রয়োগযোগ্য যাচাই, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারীর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা ও বিকশিত করা। রাষ্ট্রগুলির উচিত সমস্ত ধরণের বে-আইনি ও ধ্বংসাত্মক মৎস্যশিকার পদ্ধতিকে বাধা দেওয়া, প্রতিরোধ ও বাতিল করা। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের উচিত যাচাই-নিয়ন্ত্রণ-নজরদারির পদ্ধতিগুলিকে সমর্থন করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় খবরাখবর দেওয়া।

রাষ্ট্রগুলির উচিতিযৌথ ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত আইনানুগ পদ্ধতি অবলম্বনকারী সমস্ত পক্ষের ভূমিকা ও দায়িত্ব পরিষ্কার করে নির্দেশ করা। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় এবং জাতীয় পেশাগত সংঘ বা সংস্থাগুলিতে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত এবং তাদের মৎস্যক্ষেত্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশ নেওয়া উচিত।

যৌথ ব্যবস্থাপনাকে বিকশিত করতে, রাষ্ট্র ও ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের উভয়কেই মাছধরা ও মাছধরা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাজগুলির সাথে যুক্ত নারী ও পুরুষরা যাতে তাদের প্রয়োজন, জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণা দিয়ে সহায়তা করতে পারে তার জন্য সমর্থন দিতে হবে।

যেসব ক্ষেত্রে জল ও সম্পদের অংশীদারি নিয়ে জাতীয় সীমা অতিক্রমকারি বিষয় জড়িয়ে আছে সেখানে রাষ্ট্রকে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের ভোগদখল স্বত্বের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে।

রাষ্ট্রকে সেইসব নীতি এবং আর্থিক পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে হবে যেগুলি মৎস্য শিকারের ক্ষমতা অত্যধিক বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত মৎস্য শিকার ঘটায় ও ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের ক্ষতি করে।

৬। সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও শোভনতা সম্পন্ন কাজ

সবপক্ষেরই ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের বিকাশ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্রগুলির উচিত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বাক্ষরতা, তথ্যের বৈদ্যুতিনিকরণ ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত প্রকৌশলের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।

রাষ্ট্রগুলির উচিত গোটা মূল্যশৃঙ্খল জুড়ে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের সাথে যুক্ত সমস্ত কর্মীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের ব্যবস্থা করা। মহিলাদের অন্তর্ভূক্তি ও সহায়তা করায় জোর দিয়ে সঞ্চয়, ঋণ ও বিমার মতো প্রকল্পগুলির প্রস্তুতিতে রাষ্ট্রগুলির সমর্থন দেওয়া উচিত।

সকলেরই এটা স্বীকার করা উচিত যে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের গোতা মুল্য শৃঙ্খল জুড়ে থাকা সমস্ত কাজই আর্থিক ও পেশাগত কর্মকান্ড।

রাষ্ট্রগুলির উচিত সবার জন্য শোভনতা সম্পন্ন কাজ রূপায়নে সহায়তা করা।

রাষ্ট্রগুলির উচিত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের যথোপযুক্ত জীবনযাত্রার মানের অধিকারের ক্রমবর্দ্ধমান বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করা। রাষ্ট্রগুলির উচিত অন্তর্ভূক্তিভিত্তিক, অ-বৈষম্যমূলক এবং শক্তিশালী আর্থিক নীতি অনুসরণ করা যাতে এই কর্মীরা তাদের শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনার যথার্থ মূল্য পেতে পারে। রাষ্ট্র ও অন্য পক্ষগুলির উচিত বিকল্প রোজগারের সুযোগ সৃষ্টিতে সমর্থন দেওয়া। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী গোষ্ঠীগুলি যাতে তাদের মৎস্যকর্ম সংক্রান্ত কাজ চালিয়ে যেতে পারে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করতে হবে।

অভিবাসন জীবিকা অর্জনের একটি সাধারণ কৌশল। রাষ্ট্রগুলির উচিত মৎস্যজীবীদের জাতীয় সীমানা পেরিয়ে যাওয়ার পিছনে থাকা কারণ ও তার ফলাফলগুলিকে অনুধাবন করা এবং এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া।

রাষ্ট্রগুলির উচিত পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কার্যক্ষেত্রের অন্যায় শর্তগুলির উপর নজর দেওয়া। বাধ্যতামূলক শ্রমের বিলোপ ও ঋণ-দাসত্ব প্রতিরোধে রাষ্ট্রগুলির পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

রাষ্ট্রগুলির উচিত শিশুদের ভবিষ্যতের প্রয়োজনে তাদের ভালো থাকা এবং শিক্ষার প্রয়োজন স্বীকার ক'রে বিদ্যালয় ও শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা।

সংশ্লিষ্ট সবপক্ষেরই সমুদ্রে ও আভ্যন্তরীন জলক্ষেত্রে নিরাপত্তার জটিলতা এবং এ বিষয়ে ঘাটতির পিছনে থাকা বিভিন্ন কারণ স্বীকার করা উচিত।

নিরাপত্তা ও পেশাগত স্বাস্থ্যের বিষয়গুলিকে অবশ্যই মৎস্যক্ষেত্রের সাধারণ ব্যবস্থাপনার অন্তরভূক্ত করতে হবে।

সামরিক সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রগুলিকে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের দায়ভাগীদের মানবাধিকার এবং মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

৭। মূল্য শৃঙ্খল, মৎস্য আহরণ পরবর্তী কাজ ও বাণিজ্য

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রে মৎস্য আহরণ পরবর্তী উপক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় ভূমিকা সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের স্বীকার করা উচিত। আবার মহিলা কর্মীরা মৎস্য আহরণ পরবর্তী উপক্ষেত্রে এক কেন্দ্রীয় ভূমিকা নেয় – এটিও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের স্বীকার করা উচিত।

রাষ্ট্রগুলির উচিত ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের যথোপযুক্ত পরিকাঠামো, সাংগঠনিক কাঠামো এবং ক্ষমতাবৃদ্ধিতে বিনিয়োগের সংস্থান করা।

মৎস্য আহরণকারী ও মৎস্যকর্মীদের চিরাচরিত সাংগঠনিক কাঠামোগুলিকে অবশ্যই স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

মৎস্য আহরণ পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতি রোধ করার এবং মূল্য সংযোজনের উপায় খোঁজা আবশ্যিক।

রাষ্ট্রগুলির উচিত স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাজারে মৎস্যক্ষেত্রের উৎপাদন সামগ্রীগুলির সমতাভিত্তিক ও অ-বৈষম্যমূলক বাণিজ্যে সহায়তা করা। মাছ যাদের খাদ্য তালিকা ও সু-স্বাস্থ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় আন্তর্জাতিক মৎস্য বাণিজ্যের বৃদ্ধিকে তাদের পৌষ্টিক প্রয়োজনের ক্ষতি করতে দেওয়া উচিত নয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ বা সুবিধা ন্যায়সঙ্গতভাবে বিতরিত হওয়া উচিত এবং বাজারি চাহিদার দ্বারা পরিচালিত হয়ে মৎস্যসম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার রোধ করার জন্য মৎস্যক্ষেত্রের কার্যকরী ব্যবস্থাপনা থাকা উচিত।

পরিবেশ ও সংস্কৃতির উপর, খাদ্য সুরক্ষা ও ক্ষুদ্র মৎস্যক্ষেত্রের জীবিকার উপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কু-প্রভাব যাতে পরিমাপ করা যায় ও সমতার ভিত্তিতে মোকাবিলা করা যায় তা সুনিশ্চিত করতে গৃহীত নীতি ও পদ্ধতিগুলিতে পরিবেশগত, সামাজিক ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মূল্যায়ন অবিচ্ছেদ্যভাবে কাজে লাগাতে হবে।

রাষ্ট্রের উচিত হবে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের দায়ভাগীদের কাছে বাজার ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সময়োপযোগী ও সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া।

৮। লিঙ্গ সাম্য

লিঙ্গ সমতা বিধান ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের উন্নয়ন সংক্রান্ত সব পরিচালন নীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রগুলির উচিত মহিলাদের বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের আইন অনুসারে তাদের দায়বদ্ধতা পালন করা এবং যেসব আন্তর্জাতিক চুক্তির তারা শরিক সেগুলি প্রয়োগের ব্যবস্থা করা।

মহিলাদের উপর বৈষম্য দূরীকরণে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও আইন প্রণয়ন করে ও যেসব নীতি ও আইন এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় সেগুলিকে সংশোধন করে লিঙ্গ সাম্যের বাস্তবায়ন করা দরকার।

মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং লিঙ্গ সাম্য অর্জনে গৃহীত আইন, নীতি ও পদক্ষেপগুলির প্রভাব যাচাই করতে ক্রিয়াশীল মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রস্তুত করা উচিত।

মহিলাদের কাজের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপযুক্ত ও উন্নততর প্রযুক্তি প্রস্তুত করা উচিত।

৯। দুর্যোগের ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা করতে প্রয়োজন হয় বড়মাপের জরুরীভিত্তিক পদক্ষেপ। ছোট ছোট দ্বীপে বসবাসকারী ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী গোষ্ঠীগুলির উপর বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। বিভিন্ন ক্ষেত্রের যৌথ সমন্বয়ে একটি সুসংহত ও সামগ্রিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। মানিয়ে নেওয়া, অপনয়ন এবং সহায়তার যথোপযুক্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রকে আঘাত করা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট দুর্যোগগুলির ক্ষেত্রে দায়ী পক্ষগুলিকে দায়বদ্ধ করা উচিত। মৎস্য আহরণ পরবর্তী পর্যায়ের এবং বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের প্রভাব হিসেবে রাখা প্রয়োজন। দুর্যোগের মোকাবিলা ও পুনর্বাসনে 'উন্নততর পুনর্নির্মাণ'-এর ধারণাকে কাজে লাগানো উচিত।

গোটা মূল্য শৃঙ্খল বরাবর শক্তি ব্যবহারে দক্ষতাকে উৎসাহ দেওয়া ও বিকশিত করা অবশ্য প্রয়োজন।

১০। নীতিগত সুসঙ্গতি, প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং সহযোগিতা

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের মৎস্যজীবী গোষ্ঠীগুলির সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রগুলির উচিত তাদের নীতিসমূহের সুসঙ্গতির প্রয়োজন স্বীকার করা এবং তার উদ্দেশ্যে কাজ করা।

রাষ্ট্রগুলির উচিত ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের স্বার্থ ও উপকূলীয় ব্যবস্থাপনায় তার ভূমিকাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে স্থান সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত ও ব্যবহার করা।

রাষ্ট্রগুলির উচিত সামুদ্রিক ও আভ্যন্তরীন জলাশয়গুলির স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে এমন নীতিসমূহের সামঞ্জস্য বিধান সুনিশ্চিত করার জন্য নীতিগত পদক্ষেপ নেওয়া।

সুস্থায়ী ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের জন্য মৎস্যক্ষেত্র নীতির এক দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যধারণা থাকা প্রয়োজন।

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে যোগাযোগের সুনির্দিষ্ট বিন্দু থাকতে হবে।

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের দায়ভাগীদের তাদের সংগঠনগুলির মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা গড়ে তোলায় সাহায্য করা উচিত।

রাষ্ট্রগুলির উচিত ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের কার্যকরী ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করতে স্থানীয় শাসন কাঠামো গঠন করা। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

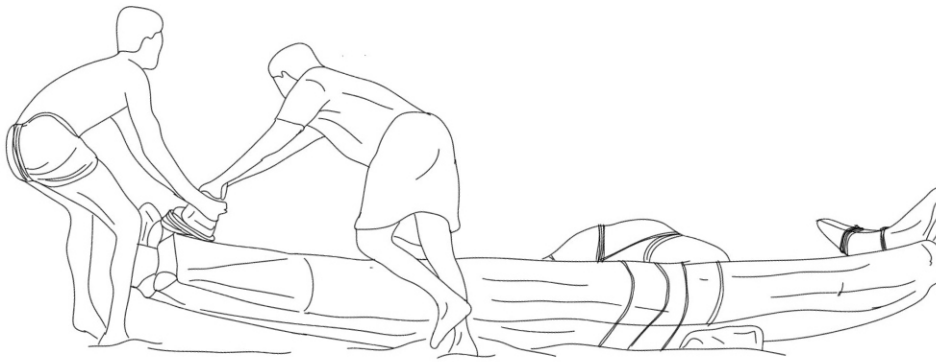

১১। তথ্য, গবেষনা ও আদানপ্রদান

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র সংক্রান্ত সুস্থায়ী ব্যবস্থাপনা ও এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রগুলির উচিত স্বচ্ছতার সাথে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। কার্যকরী সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য প্রয়োজন হয় তথ্য ও আদানপ্রদানের। রাষ্ট্রগুলির উচিত দুর্নীতি রোধ করা, স্বচ্ছতা বাড়ানো এবং সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদেরকে দায়বদ্ধ করা।

ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী গোষ্ঠীগুলি জ্ঞানের ধারক, জোগানদার ও গ্রাহক। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র ও সুস্থায়ী বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি সরবরাহ করতে হবে। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী গোষ্ঠীগুলির জ্ঞান, সংস্কৃতি, অনুশীলন ও প্রযুক্তির স্বীকৃতি দেওয়া ও তথ্যায়ন করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রগুলির উচিত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী গোষ্ঠীগুলিকে, বিশেষ করে আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং মহিলা যারা জীবিকার জন্য মৎস্য আহরণের উপর নির্ভরশীল, তাদেরকে সহায়তা দেওয়া। তথ্যের প্রবাহ ও আদানপ্রদানে সহায়তা করার জন্য জনগোষ্ঠীগত, জাতীয় এবং উচ্চতর স্তরের বিদ্যমান মঞ্চ ও সংযোগকারি ব্যবস্থাগুলিকে আবশ্যিকভাবে কাজে লাগাতে হবে।

রাষ্ট্রগুলির উচিত ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র সংক্রান্ত গবেষনার জন্য সংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা ভিত্তিক হওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া।

রাষ্ট্রগুলির উচিত লিঙ্গ সম্পর্কের নিরিখে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষনায় উৎসাহ দেওয়া যাতে মৎস্যক্ষেত্রে নিযুক্ত মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে সমতাভিত্তিক লাভ বন্টন সুনিশ্চিত করতে নীতি ও পদ্ধতিগুলিকে শক্তিশালী করা যায়।

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিতে এবং মাছ খাওয়ার পৌষ্টিক গুনাবলী সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে রাষ্ট্রগুলির উচিত উপভোক্তা শিক্ষণ কর্মসূচীগুলির মাধ্যমে মাছ খাওয়া বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

১২। ক্ষমতাবৃদ্ধি

সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

রাষ্ট্রগুলির উচিত বাজারের সুযোগ কাজে লাগাতে সক্ষম হওয়ার জন্য ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

ক্ষমতাবৃদ্ধি হওয়া উচিত একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং সফল যৌথ-ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগুলিকে সহায়তা করার জন্য জ্ঞান এবং দক্ষতার বিকাশ ঘটানো উচিত।

১৩। প্রায়োগিক সহায়তা এবং নজরদারি

সবপক্ষকেই ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের নীতি-নির্দেশিকাগুলিকে প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং তার বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির উচিত এই নীতি-নির্দেশিকাগুলির প্রয়োগে রাষ্ট্রগুলির স্বেচ্ছা উদ্যোগকে সাহায্য করা।

রাষ্ট্রগুলিকে এবং অন্যসব পক্ষকে এই নীতি-নির্দেশিকাগুলি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য একযোগে কাজ করতে হবে এবং এর সরল অনুবাদ প্রচার করতে হবে।

নজরদারি পদ্ধতিগুলির গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীগুলির বৈধ প্রতিনিধিদেরকে এই নীতি-নির্দেশিকাগুলির প্রয়োগ কৌশল প্রস্তুতিতে ও রূপায়ণে এবং এই প্রক্রিয়ার উপর নজরদারিতে অংশগ্রহণ করাতে হবে।

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংগঠনের (FAO) উচিত হবে একটি 'বিশ্ব সাহায্য কর্মসূচী' প্রস্তুতিতে সমর্থন দেওয়া ও সহযোগিতা করা।

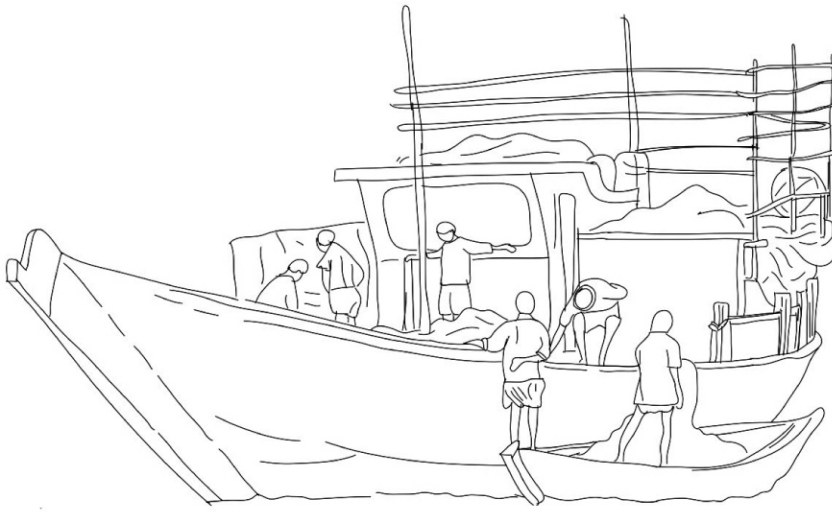

খাদ্য সুরক্ষা ও দারিদ্র দূরীকরণের প্রেক্ষিতে সুস্থায়ী ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের সুরক্ষায় স্বেচ্ছামূলক নীতি-নির্দেশিকার পূর্ণাঙ্গ পাঠটি নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে –
http://www.fao.org/fishery/topic/18240/en

International Collective in Support of Fishworkers (ICSF)
27 College Road, Chennai 600 006, India

ISBN 978 93 80802 46 6